لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল

'খত্‌মে নবুওয়ত'- এর আখেরী-বিতর্ক

শুরুতেই বলে রাখা ভাল যে, আমাদের এই বিতর্ক কোন 'কুলখানি'র, 'খত্‌মে কোরআন' বা কোন 'খতম-তারাবীহ্'-এর 'খতম' নিয়েও নয়, কিংবা কোন জল্‌সা বা এজ্‌তেমার 'আখেরী মুনাজাত' -এর 'আখেরী' নিয়েও নয়। বিতর্ক হচ্ছে, কোরআন শরীফের সূরা 'আহ্‌যাব'-এর একটি আয়াত সম্পর্কিত। যে আয়াতে আল্লাহ্ পাক আঁ হযরত (সাঃ)-কে বলেছেন, 'রসূলুল্লাহ' ও 'খাতামান্নাবীঈন'। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই যে অনন্য উপাধি খাতামান্নাবীঈন, – এ নিয়ে কোন দ্বি-মত নেই। সবাই একমত।

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে, দ্বি-মত কি নিয়ে।

উত্তরদাতা ঃ দ্বি-মত হচ্ছে এর অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে।

প্রশ্নকর্তা ঃ যেমন ?

উত্তরদাতা ঃ যেমন, ওনারা বলেন 'খাতামান্নাবীঈন' অর্থ নবীগণের 'খতম' বা নবীগণের শেষ। এবং এটাকে আর একটু টেনে নিয়ে বলেন - 'শেষ নবী'। এবং আরও একটু টেনে বলেন, আর কোনও নবী নেই।

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনারা কি বলেন ?

উত্তরদাতা ঃ আমাদের কথা হলো, কোরআন করীমের উল্লেখিত আয়াতটিতে ব্যবহৃত শব্দটি 'খতম' নয়, 'খাতাম'। এবং অভিধান মোতাবেক এই খাতাম-এর অর্থ 'মোহর'। সুতরাং 'খাতামান্নাবীঈন' কথাটির অর্থ 'নবীগণের শেষ' নয়, 'নবীগণের মোহর'।

প্রশ্নকর্তা ঃ 'মোহর' বলার তাৎপর্য কি ?

উত্তরদাতা ঃ 'মোহর' দ্বারা সত্যায়ন করা হয়। তাই, এখানে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হচ্ছেন নবীগণের সত্যায়নকারী। তিনি আল্ কোরআনের মাধ্যমে সত্যায়ন বা তসদীক করেছেন পূর্ববর্তী নবীগণের। এবং তিনি পরবর্তীতে পূর্ণ 'ফানা-ফির রসূল'-এর মাধ্যমে আগমনকারী নবীরও সত্যায়নকারী। এবং সেজন্যই তিনি সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি সবার উপরে তাঁর উপরে কেউ নেই, আছেন শুধু এক খোদা। অর্থাৎ খোদার সান্নিধ্য লাভে তাঁর চাইতে ঘনিষ্ঠতর, নিবিড়তর আর কেউ নেই ; আর কেউ ছিলেনও না, হবেনও না। এই যে শান ও মাকাম, যা আমাদের মত মানুষের বুদ্ধির অগম্য এবং অকল্পনীয়, তা-ই হচ্ছে হযরত সৈয়্যদনা ও মওলানা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর 'খাতামান্নাবীঈন' হওয়ার শান ও মোকাম, মহিমা ও মর্যাদার অবস্থান। এই অর্থে যদি তাঁকে (সাঃ) শেষ নবী বলা হয়, তো ঠিক আছে।

প্রশ্নকর্তা ঃ বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বলুন।

উত্তরদাতা ঃ নিম্নের নক্সাটির প্রতি লক্ষ্য করুন এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর 'মেরাজ' অর্থাৎ রূহানী জগতে ভ্রমণের প্রতি মনোনিবেশ করুন ঃ

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু

সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা	ঃ	মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম
সপ্তম আসমান	ঃ	হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস্ সালাম
ষষ্ঠ "	ঃ	হযরত মূসা " "
৫ম "	ঃ	হযরত হারূন " "
৪র্থ "	ঃ	হযরত ইদ্রীস " "
৩য় "	ঃ	হযরত ইউসুফ " "
২য় "	ঃ	হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)
১ম "	ঃ	হযরত আদম আলায়হেস্ সালাম

ভূ-পৃষ্ঠের অধিবাসীরা

উত্তরদাতা ঃ এখন ধরুন, ভূ-পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে আপনি উর্ধ্বপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, আপনি সর্বপ্রথম কাকে দেখতে পাবেন ?

প্রশ্নকর্তা ঃ হযরত আদম আলায়হেস্ সালামকে।

উত্তরদাতা ঃ সর্ব শেষে কাকে দেখতে পাবেন ?

প্রশ্নকর্তা ঃ হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে।

উত্তরদাতা ঃ তাহলে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর এই 'সর্বশেষ' হওয়ার অর্থ কী দাঁড়ালো ?

প্রশ্নকর্তা ঃ আল্লাহ্‌র নৈকট্যের সর্বশেষ বা চূড়ান্ত স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া।

উত্তরদাতা ঃ তাহলে, আঁ হযরত (সাঃ) যে আখেরী নবী, এবং তাঁর নবুওয়ত যে আখেরী নবুওয়ত – এর তাৎপর্য কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা ঃ আধ্যাত্মিক উর্ধ্ব জগতে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের ক্ষেত্রে তিনিই আখেরী নবী, তাঁর নবুওয়ত-ই আখেরী নবুওয়ত, তাঁর পরে, তাঁকে অতিক্রম করে, আর কোন নবী নেই, নবুওয়ত-ও নেই।

উত্তরদাতা ঃ গুড্ ! ভেরী গুড্ !! এখন বলুন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই অতুলনীয় ও অসীম আধ্যাত্মিক মহিমা ও মর্যাদাকে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থান-পাত্র ও কাল-এর সীমানায় গন্ডীভুক্ত করে তাঁকে শেষ নবী বলাটা কি তাঁর সেই পবিত্র শান ও মাকামের অবমূল্যায়ণ করা নয় ? অবমাননা নয় ?

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু পৃথিবীতে তাঁর (সাঃ) আবির্ভাব ঘটেছে তো সকল নবীর শেষে এজন্যই তো তিনি 'খাতামান্নাবীঈন' এবং তাঁর পরে আর নবী নেই। আঁ হযরত (সাঃ) তো বলেছেন যে, তিনি আদমের (সাঃ) জন্মের পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌র নিকটে 'খাতামান্নাবীঈন' ছিলেন। কাজেই, সকল নবীর শেষে আগমন করার সঙ্গে তাঁর 'খাতামান্নাবীঈন' হওয়ার তো কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু তিনি তো বলেছেন যে, তাঁর পরে নবী নেই।

উত্তরদাতা ঃ তিনি তো একথাও বলেছেন যে, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম বেঁচে থাকলে সত্য নবী হতেন। এবং তাঁর উম্মতে ঈসা নবীউল্লাহ্'র আগমন ঘটবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ ঈসা (আঃ) তো পূর্ববর্তী নবী। আর, তিনি যখন পুনরায় আগমন করবেন, তখন নবী থাকবেন না, আঁ হযরত (সাঃ)-এর একজন উম্মতি হবেন।

উত্তরদাতা ঃ তাঁর (আঃ) নবুওয়ত তিনি কাকে দিয়ে আসবেন ? খোদা কি বলেছেন যে, ঈসার নবুওয়ত প্রত্যাহার করা হবে ? তার নবুওয়ত খারিজ করা হবে ? ঈসা আমার নিকটে কেয়ামতের দিনে হাজির হবে একজন অ-নবী উম্মতি হিসেবে ? এবং তার নিজের উম্মতের জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাকে ডাকা হবে না ? অথচ, সকল নবীকেই ডাকা হবে তাদের স্ব স্ব উম্মতের জন্য সাক্ষী হিসেবে। (৪:৪২)

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রত্যেক নবীকেই ডাকা হবে তাঁর স্বীয় উম্মতের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, এটা ঠিক। (৪:৪২)

উত্তরদাতা ঃ তাহলে ?

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে তিনি নবী থেকেও আঁ হযরত (সাঃ)-এর উম্মতি হবেন।

উত্তরদাতা ঃ অর্থাৎ ?

প্রশ্নকর্তা ঃ অর্থাৎ তিনি হবেন একজন 'উম্মতি নবী'!

উত্তরদাতা ঃ কিন্তু, তিনি তো পূর্ববতী উম্মতের এক ব্যক্তি। তাঁকে উম্মতি নবী হতে হলে তো রসূলে পাক (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করতে হবে। কিন্তু সেই সুযোগ কোথায় ? আঁ হযরত (সাঃ)-এর তো ওফাৎ হয়ে গেছে বহু পূর্বেই।

প্রশ্নকর্তা ঃ ঈসা (আঃ)-কে নাকি সেজন্যই আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ?

উত্তরদাতা ঃ ওসব ভূয়া কথা, মিথ্যা কথা। ঈসা (আঃ)-এর ওফাৎ হয়ে গেছে। তাঁর পক্ষে পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়। (দ্র: সূরা মায়েদা : ১১৭, ১১৮)। এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য করুন মে'রাজ-এর নক্সাটি। দেখুন ! ঈসা (আঃ) ঐ ওফাতপ্রাপ্ত নবীগণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব . . . . .

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে, ঈসা (আঃ) উম্মতের মধ্যেই নাযিল হবেন, এই কথার কী অর্থ ?

উত্তরদাতা ঃ এই কথার অর্থ হচ্ছে, ঈসা-সদৃশ এক ব্যক্তির আগমন হবে। এবং তিনি হবেন একজন উম্মতিও এবং নবীও। অন্য কথায় কোন শরীয়তসহ তিনি আসবেন না, বরং তিনি হবেন মুহাম্মদী শরীয়তের অধীন ও পূর্ণ আনুগত্যকারী। কেননা, মুহাম্মদী শরীয়ত হচ্ছে শেষ শরীয়ত এবং মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন শরীয়তবাহী শেষ নবী।

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে তো, তিনি (সাঃ) একভাবে 'শেষ নবী' হলেনই।

উত্তরদাতা ঃ অবশ্যই তিনি শরীয়তবাহী-শেষ নবী, এবং তাঁর শরীয়ত পূর্ণ ও সমগ্র। তাই, এই পূর্ণ শরীয়তের পূর্ণ শিক্ষা তাঁর কোন উম্মতিকে নবুওয়তের মর্যাদায় উন্নীত করবে। এবং তিনিই হচ্ছেন উম্মতি নবী।

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার এই কথার সমর্থন কি ?

উত্তরদাতা ঃ আল্লাহ্‌র কালাম।

প্রশ্নকর্তা ঃ যেমন ?

উত্তরদাতা ঃ যেমন, আল্লাহ্ বলেন ঃ 'এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করবে, তারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন, (তারা শামিল হবে) নবীগণের মধ্যে, সিদ্দীকগণের মধ্যে, শহীদগণের মধ্যে এবং সালেহগণের মধ্যে। এবং এরাই হচ্ছে সঙ্গী হিসেবে উত্তম।' (৪:৭০)

এই আয়াতে আঁ হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে চার শ্রেণীর লোক তৈরী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যথা, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ (সৎলোক)।

প্রশ্নকর্তা ঃ এখানে তো সঙ্গী হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

উত্তরদাতা ঃ দেখুন ! শুধু সঙ্গী-ই যদি হয়, এবং নিজেরা কিছুই না হয়, তাহলে তো আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে কোন ফায়দাই হবে না। তাই, এক্ষেত্রে সঙ্গী হওয়ার অর্থ–নবী নবীগণের সঙ্গী হবেন, সিদ্দীক সিদ্দীকগণের সঙ্গী হবেন, শহীদ শহীদগণের সঙ্গী হবেন এবং সালেহ সালেহগণের সঙ্গী হবেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ পূর্ববর্তী নবীগণের, অন্তত: শরীয়তবাহী নবীগণের, উম্মতের মধ্যেও কি এইরূপ চার শ্রেণীর লোক তৈরী হয়েছিলেন ?

উত্তরদাতা ঃ পূর্ববর্তী উম্মতের মানুষ সিদ্দীক পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন, নবী হতে পারেন নি।

প্রশ্নকর্তা ঃ দলীল ?

উত্তরদাতা ঃ কোরআন করীমে তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

'যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলগণের উপরে ঈমান এনেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে সিদ্দীকগণের এবং শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত ; (৫৭:২০)।

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াই একমাত্র উম্মত যাদের মধ্য থেকে নবীর আবির্ভাব ঘটবে। এবং . . . .

উত্তরদাতা ঃ এবং এজন্যই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং উম্মত সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত। নয় কি ?

প্রশ্নকর্তা ঃ জ্বি-হ্যাঁ।

উত্তরদাতা ঃ আর সে জন্যেই উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলে গেছেন ঃ

'তোমরা বল যে, নিশ্চয় তিনি 'খাতামান্নাবীঈন', কিন্তু একথা বলো না যে, তাঁর পরে নবী নাই।' (ইমাম তাহের : মাজমাউল বেহার, দুররে মানসূর)

প্রশ্নকর্তা ঃ 'খাতাম' অর্থ আঁ হযরত (সাঃ) কী করেছেন ?

উত্তরদাতা ঃ তিনি (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ 'আমি নবীগণের খাতাম, এবং হে আলী ! তুমি ওলীগণের খাতাম।' (তফসীর সাফী)

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, আলীর (রাঃ) পরে ওলী হতে পারলে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পরে নবী হতে পারবে।

● বিস্তারিত জানার জন্য আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর যেকোন মসজিদ অথবা কার্যালয় এবং নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

সেক্রেটারী তবলীগ
আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা – ১২১১।